ব্যষ্টিক অর্থনীতি

Microeconomics

চাহিদা সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা

Basic Concepts on demand

মনোতোষ চক্রবর্তী

চাহিদা (DEMAND)

১. **চাহিদা কি?** (What is demand?), 'নির্দিষ্ট সময়ে' দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের আকাঙ্খা, ক্রয়ের সামর্থ ও অর্থ ব্যয় করার সমন্বিত প্রস্তুতিকে চাহিদা বলে।

২. **চাহিদা অপেক্ষক কি?** (What is demand function?), দ্রব্যের নিজ দাম (Px), ক্রেতার আয় (M), সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের (বা, সেবা) দাম (Pr), ক্রেতার রুচি-পছন্দ (T) এরূপ বিভিন্ন উপাদানের উপর চাহিদার পরিমাণের(Qx) নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে(f) চাহিদা অপেক্ষক বলে। তাকে সাধারণ বা সার্বিক চাহিদা অপেক্ষকও(general demand function or overall demand function) বলে। তা নিম্নরূপ:

$$Qx = f(Px, M, Pr, T)$$

৩. **দাম-চাহিদা অপেক্ষক কি?** (What is price-demand function?) অন্যান্য অবস্থা স্থির (ceteris paribus বা সংক্ষেপে cet.par. বলে) থেকে যদি দ্রব্যের নিজ দামের উপর সেই দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে, সেই অপেক্ষককে দাম-চাহিদা অপেক্ষক বা সাধারণভাবে চাহিদা অপেক্ষক বলে। তা নিম্নরূপ:

$$Qx = f(Px) \text{cet. Par.}$$

৪. **আয়-চাহিদা অপেক্ষক কি?** (What is income-demand function?) অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে ভোক্তার আয়ের উপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের নির্ভরশীলতা যে অপেক্ষকের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাকে আয়-চাহিদা অপেক্ষক বলে। তা নিম্নরূপ:

$$Qx = f(M)cet.\ Par.$$

যেখানে M হলো ক্রেতার আয়।

৫. **আড়াআড়ি চাহিদা বা ক্রস চাহিদা অপেক্ষক কি?** (What is cross-demand function?) অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের (বিকল্প বা পরিপূরক দ্রব্য) দামের উপর বিবেচ্য দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের নির্ভরশীলতাকে আড়াআড়ি বা ক্রস চাহিদা অপেক্ষক বলে। তা নিম্নরূপ:

$$Qx = f(Pr)cet.\ Par.$$

যেখানে হলো সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম। x দ্রব্যের সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য হিসাবে আমরা যদি y দ্রব্য বিবেচনা করি , তবে ক্রস বা আড়াআড়ি চাহিদা অপেক্ষকটি হবে:

$$Qx = f(Py)cet.\ Par.$$

৬. **ব্যক্তিগত পর্যায়ের চাহিদা অপেক্ষক কি?** (What is individual demand function?) চাহিদার নির্ধারক গুলোর উপর কোন ব্যক্তির দ্রব্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণের নির্ভরশীলতাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের চাহিদা অপেক্ষক বলে।

৭. বাজার-চাহিদা অপেক্ষক কি? (What is market demand function?) ব্যক্তিগত পর্যায়ের চাহিদা অপেক্ষকের সমষ্টিকে বাজার চাহিদা অপেক্ষক বলে।

৮. চাহিদা অপেক্ষক শূন্য মাত্রার প্রতি হমোজেনাস বলতে কি বুঝানো হয়?(Demand function homogeneous to degree zero- what do you understand by it?) দাম ও আয় একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তিত হলে চাহিদার যদি কোন পরিবর্তন না হয় , তবে সেই চাহিদা অপেক্ষককে শূন্য মাত্রার প্রতি হমোজেনাস (demand function homogeneous to degree zero) বলা হয়।

৯. চাহিদা বিধি কি? (What is law of demand?) অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (ceteris paribus) থেকে কোন দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে আপেক্ষিক সম্পর্ক থাকে তাকে একটি নিয়মের মাধ্যমে প্রকাশকেই চাহিদা বিধি বলে।

১০. চাহিদা সূচী কি? (What is demand schedule?) দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ককে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে চাহিদা সূচী বলে।

১১. চাহিদা রেখা কি? (What is demand curve?) চাহিদা রেখা হলো বিভিন্ন বিন্দু নিয়ে গঠিত একটি রেখা, যে বিন্দুগুলোতে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ প্রকাশ পায়।

১২. সমপরাবৃত্তাকার চাহিদা অপেক্ষক / চাহিদা রেখা কি? (What is rectangular hyperbolic demand function/ demand curve?) যে চাহিদা রেখার প্রতিটি বিন্দুতে ক্রেতার ব্যয় বা বিক্রেতার আয় স্থির থাকে, অর্থাৎ স্থির আয়তক্ষেত্র নির্দেশিত হয়, সেই চাহিদা রেখাকে সমপরাবৃত্তাকার চাহিদা রেখা বলে।

১৩. রিগ্রেসিভ চাহিদা রেখা কি? (What is regressive demand curve?) দাম ও চাহিদার পরিমাণের (একমুখী) ধনাত্মক সম্পর্ক নির্দেশক চাহিদা রেখাকে রিগ্রেসিভ চাহিদা রেখা বলে।

১৪. গিফেন দ্রব্য কি? (What are Giffen goods?) নিম্নদামসম্পন্ন যে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে,তাকে গিফেন দ্রব্য বলে।

১৫. ভেবলেন দ্রব্য কি? (What are Veblen goods?)
উচ্চ দামসম্পন্ন যে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে, তাকে ভেবলেন দ্রব্য বলে।

১৬.নেটওয়ার্ক এক্সটারনালিটিস কি? (What are Network externalities?) কোনো দ্রব্য কতসংখ্যক ব্যক্তি ক্রয় করছে তা' লক্ষ্য করে যদি ব্যক্তির চাহিদা প্রভাবিত হয়, তবে সেই ক্রয়-প্রভাবকে Network externalities বলে।

১৭.নেটওয়ার্ক এক্সটারনালিটিস কয় প্রকার? (What are the types of network externalities?) Network externalities দু প্রকার- ধনাত্মক ও ঋণাত্মক । ধনাত্মক Network externalities হলো Bandwagon effect এবং ঋণাত্মক Network externalities হলো Snob effect ।

১৮. ধনাত্মক নেটওয়ার্ক এক্সটারনালিটিস বা ব্যান্ডওয়াগন ইফেক্ট কি? (What are Positive network externalities or Bandwagon Effects?) যখন অন্যান্য ভোক্তার ক্রয় বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়ায়, তখন তাকে ধনাত্মক Network externalities বা Bandwagon effect বলে।

১৯. ঋণাত্মক নেটওয়ার্ক এক্সটারনালিটিস/ স্নব ইফেক্ট কি? (What are negative network externalities/ Snob Effects?)ঃ যখন কোন দ্রব্য অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ক্রয় করে, তা দেখে অনেকে তখন সেই দ্রব্য ক্রয় করা মর্যাদা সম্পন্ন মনে করবে না, তখন এরূপ দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়, হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রয়ের এ ধরণের পরিস্থিতিকে স্নব ইফেক্ট বলে।

২০. চাহিদা রেখা বরাবর সঞ্চালন এবং চাহিদা রেখার স্থানান্তর বলতে কি বুঝ?(What do you understand by movement along a demand curve and shifting of a demand curve?) চাহিদা রেখা বরাবর সঞ্চালন বলতে একই চাহিদা রেখায় একজন ক্রেতার অবস্থানগত পরিবর্তন (নড়াচড়া বা সঞ্চালন) বুঝানো হয়। অপরদিকে চাহিদা রেখার স্থানান্তর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রেখাকে নির্দেশ করা হয়। চাহিদা রেখা বরাবর সঞ্চালনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (changes in quantity demanded) ধারণাটি এবং চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত ধারণা হলো 'চাহিদার পরিবর্তন (changes in demand)। 'চাহিদা রেখা বরাবর সঞ্চালন' তথা 'চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন' ধারণাটির সঙ্গে আবার চাহিদার প্রসারণ -সংকোচন (extension-contraction) ধারণাটি জড়িত। একইভাবে 'চাহিদা রেখার স্থানান্তর' তথা 'চাহিদার পরিবর্তন' ধারণার সঙ্গে জড়িত ধারণা হলো 'চাহিদার বৃদ্ধি -হ্রাস' (increase- decrease in demand)।

২১. চাহিদার প্রসারণ সংকোচন বা চাহিদার রেখা বরাবর সঞ্চালন কি? (What do you mean by extension-contraction of demand or a movement along a demand curve?) চাহিদা বিধির মধ্যেই চাহিদা রেখা বরবার সঞ্চালন বা চাহিদার সংকোচন প্রসারণের ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোন দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, এ অবস্থাকে বলে চাহিদার প্রসারণ। আবার অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দ্রব্যটির দাম বাড়লে তার চাহিদার পরিমাণ কমে, এ অবস্থাকে বলে চহিদার সংকোচন।

২২. চাহিদার বৃদ্ধি-হ্রাস বা চাহিদা রেখার স্থানান্তর কি? (What is understood by increase-decrease in demand or shiftability of demand curve?) দ্রব্যের নিজস্ব দাম স্থির থেকে আয় বাড়লে বা রুচির অনুকূল পরিবর্তন হলে বা বিকল্প দ্রব্যের দাম বাড়লে বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম কমলে, দামের প্রতিটি অবস্থায় ভোক্তা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ দামের প্রত্যেক পূর্বাস্থায় চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, তাকে বলে চাহিদার বৃদ্ধি। বিপরীত দিকে দাম স্থির থেকে আয় কমলে, রুচির পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটি অপছন্দনীয় হলে, বিকল্প দ্রব্যের দাম কমলে এবং পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ কমে বিধায় চাহিদা রেখা বামদিকে নীচে স্থানান্তরিত হবে। চাহিদা রেখা বামদিকে নীচে স্থানান্তরিত হলে দামের প্রত্যেকটি পূর্বাবস্থায় চাহিদার পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কমে, তাকে চাহিদার হ্রাস বলে।

২৩. আয় চাহিদা কি? (What is income-demand?)

অন্যান্য অবস্থা (দ্রব্যটির নিজ দাম, রুচি অভ্যাস, সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম) স্থির থেকে আয়ের উপর নির্ভর করে ভোক্তা একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে আয় চাহিদা বলে। অর্থাৎ,

$$Qx = f(Y) \text{ cet.par.}$$

এই অপেক্ষকটিকে বলা যায় আয়-চাহিদা অপেক্ষক। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। কাজে আয় ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক ধনাত্মক। কিন্তু গিফেন বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। তখন তাদের সম্পর্ক বিপরীত। স্বাভাবিক দ্রব্যের আয়-চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বগামী, কিন্তু গিফেন বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের আয়-চাহিদা রেখা নিম্নগামী।

২৪. এঞ্জেল রেখা কি? (What is Engel curve?)ঃ এঞ্জেল রেখা বলতে এমন একটি রেখা প্রকাশ পায়, যার বিভিন্ন বিন্দুতে আর্থিক আয়ের সংগে দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণের সম্পর্ক প্রকাশ পায়। এঞ্জেল রেখাটির নামকরণ হয়েছে 'Christian Lorenz Ernst Engel'র নামানুসারে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন। আর্থিক আয়ের বিভিন্ন অবস্থায় ক্রেতার দ্রব্য ক্রয়ের বিভিন্ন পরিমাণ যদি একটি রেখার মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়, তবে সেই রেখাকে Engel রেখা বলে।

২৫. আড়াআড়ি চাহিদা কি? (What is cross demand?)

অন্যান্য অবস্থা (আয়, বিবেচ্য দ্রব্যটির দাম, রুচি-অভ্যাস) স্থির থেকে সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের পরিবর্তন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ককে আড়াআড়ি চাহিদা বলে। যেমন X ও Y দু'টি সম্পর্কিত দ্রব্যের (পরিবর্তক বা পরিপূরক) মধ্যে Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলে X দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে যে পরিবর্তন আসে, তাই হলো X দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা।

২৬. অত্যাবশ্যক ভোগ্য দ্রব্য কি? (What are essential consumer goods/ ECGs?) সমাজের প্রায় সবাই এরূপ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ভোগ করে। যেমনঃ খাদ্যদ্রব্য, লবণ, ভোজ্য তেল, মাছ, জ্বালানী, ন্যূনতম বস্ত্র ও গৃহসংস্থান এ সবের চাহিদা সবাই অনুভব করে। আয় বাড়লে অত্যাবশ্যক ভোগ-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। তবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তা' কার্যকর থাকে। তারপর আয় বাড়লেও অত্যাবশ্যক ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিশীল থাকে।

২৭. নিকৃষ্ট দ্রব্য কি? (What is inferior good/ IG?) কোনো দ্রব্য নিকৃষ্ট কিনা, তা' জানতে হলে অপর কোনো দ্রব্যের সঙ্গে তুলনামূলক অবস্থা বিচার কতে হয়। গম এবং চালের তুলনায় ভুট্টা, সিগারেটের তুলনায় বিড়ি, গ্যাসের চুলার তুলনায় কেরোসিনের চুলা, ট্যাক্সি ভ্রমণের তুলনায় বাসের ভ্রমণ নিকৃষ্ট চাহিদা হিসাবে গণ্য হয়। চাহিদার অন্যান্য নির্ধারক স্থির থেকে আয়ের নির্দিষ্ট সীমার পর আয় বাড়লে কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। এমতাবস্থায় আয় ও নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত হয়।

২৮. স্বাভাবিক দ্রব্য কি? (What is normal good/NG?) আয় বাড়লে দ্রব্যের চাহিদাও যদি বাড়ে, এরূপ দ্রব্যকে স্বাভাবিক দ্রব্য বলে। আয়ের প্রাথমিক অবস্থায় স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বেশি হারে বাড়ে এবং তারপর আয় বাড়লে এরূপ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কম হারে বাড়ে। আয়ের সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রের চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। তবে আয়ের বিভিন্ন স্তরে এরূপ দ্রব্যের চাহিদার মাত্রাগত পার্থক্য থাকতে পারে।

২৯. মর্যাদাপূর্ণ বা বিলাস দ্রব্য কি? (What is a luxury good/LG?) এরূপ দ্রব্যের চাহিদা সমাজের ধনী ব্যক্তিদের নিকট অনুভূত হয়। মূল্যবান পাথর, জুয়েলারি, মূল্যবান প্রসাধনী ইত্যাদির চাহিদা, নির্দিষ্ট সীমার উপরে যাদের আয় তাদের জন্যই কেবলমাত্র প্রযোজ্য।

৩০. উদ্ভুত চাহিদা কি? (What is derived demand?)

উৎপাদকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে অনেক সময় মূলধন দ্রব্য (capital goods) বলে। এরূপ দ্রব্যকে অপর কোন দ্রব্যের উৎপাদন কাজে লাগানো হয়।যেমনঃ ইস্পাত (steel) হলো উৎপাদকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে মূলধনী দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদার উপর মূলধন দ্রব্যের চাহিদা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই মূলধন দ্রব্যের চাহিদাকে উদ্ভুত চাহিদা (derived demand) বলে। নির্মাণের (construction) ক্ষেত্রে চাহিদা বা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির চাহিদার উপর ইস্পাতের চাহিদা নির্ভরশীল। সুতরাং ইস্পাতের চাহিদাকে উদ্ভুত চাহিদা বলা যায়।